ত্রৈমাসিক
কুড়িগ্রাম জনসেবা বারতা
(জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রামের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রকাশনা)
ভাওয়াইয়া গানের ধাম
নদ-নদীময় কুড়িগ্রাম
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
কুড়িগ্রাম # ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা # এপ্রিল-জুন # ০৫ জুলাই ২০২১ # ২১ আষাঢ় ১৪২৮, সোমবার

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ অনূর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা ফুটবল টুর্নামেন্ট কুড়িগ্রাম স্টেডিয়ামে ০৫ জুন ২০২১ শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম। উদ্বোধক হিসেবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি জনাব মোঃ জাফর আলী এবং এসময় অন্যান্যদের মধ্যে পৌরসভার মেয়র কাজিউল ইসলাম, সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সিরাজুল ইসলাম টুকু, প্রেসক্লাব সভাপতি অ্যাড. আহসান হাবীব নীলু, জেলা তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক নুরন্নবী খন্দকার, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা জনাব মোঃ আকরাম হোসাইন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সাঈদ হাসান লোবান, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন। জেলার ৯টি উপজেলা এবং কুড়িগ্রাম পৌরসভাসহ বালক ও বালিকার মোট ২০টি দল অংশগ্রহণ করে। দুপুরে উদ্বোধনী ম্যাচে ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বালিকা দল ৯-০ গোলে উলিপুর উপজেলাকে পরাজিত করে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনের আগে কুড়িগ্রাম স্টেডিয়াম মাঠের চারদিকে প্রায় অর্ধ-শতাধিক ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করা হয়।

তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৫০ জন তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্য সামগ্রী (১০ কেজি চাল, ১ কেজি মসুর ডাল, ১ লিটার তেল, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি চিড়া ও ১ প্যাকেট নুডলস) বিতরণ করা হয়। ঈদের আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে তারা আনন্দিত।

'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'

"বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবেনা" মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষে সারা দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের নিমিত্ত আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলায় ২য় পর্যায়ে ১০৭০ টি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া যায়। (পৃষ্ঠা-০৫ কলাম-১)

জেলা প্রশাসন হতে হাসপাতালে করোনা চিকিৎসায় ৪ টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর প্রদান

জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম কর্তৃক ২৭ জুন ২০২১ তারিখ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ও সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহের জন্য ৪ টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর প্রদান করা হয়।

মহামারী কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসায়/মৃত্যুহার কমাতে অক্সিজেন থেরাপী/সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মহামারীর এই সময়ে সমাজের বিত্তবান/হৃদয়বান ব্যক্তিরা করোনা রোগীর সেবায় অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর প্রদান করে কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে আসতে পারেন। একটি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরের কারণে যেকোনো করোনা রোগীর জীবন রক্ষা পেতে পারে। এ পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোট ৩১ টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর রয়েছে।

সম্পাদকীয়

মোহাম্মদ রেজাউল করিম,
জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০২১ সাল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বছর। জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। বর্তমান সরকারের গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ করোনা মহামারী সত্ত্বেও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করে। জাতির জন্য এটি সবচেয়ে বড় অর্জন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বিনির্মাণে এ অর্জন সরকারের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। অভিষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম বদ্ধপরিকর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন 'মুজিববর্ষে বাংলার মাটিতে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না' এর বাস্তবায়ন হিসেবে এ জেলায় প্রথম পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন ১৫৬৯টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৭০টি পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণপূর্বক উপকারভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও করোনা ভাইরাসের প্রদুর্ভাব প্রতিরোধে ও সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়সমূহের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মহামারী কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধে বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে ও করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কার্যক্রমে কুড়িগ্রাম জেলার সর্বসাধারণ সহযোগিতা করে আসছে এবং আরো সহযোগিতা ও পরামর্শ আশা করছি। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিত্র ও উত্তরণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্বলিত এই "কুড়িগ্রাম জনসেবা বারতা" জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াবে, চাহিদা অনুযায়ী সেবা আরও গণমুখী করা সম্ভব হবে।

'উত্তরবঙ্গ জাদুঘর' এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কুড়িগ্রামে উত্তরবঙ্গ জাদুঘরের নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ ০৯ জুন ২০২১ তারিখ বেলা ৩ টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীরমুক্তিযোদ্ধা আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে শুভ উদ্বোধন করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম এর সভাপতিত্বে এ ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব তপন কান্তি ঘোষ, পুলিশ সুপার সৈয়দা জান্নাত আরা, ট্রাস্টি মফিদুল হক, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ জাফর আলী, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মোহাম্মদ আলী, আবদুল হাই সরকার বীরপ্রতীক, বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ সিরাজুল ইসলাম টুকু, জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাড. এস এম আব্রাহাম লিংকন, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাড. আহসান হাবীবসহ প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ২ কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০ শতক জমির ওপর ভবনটি নির্মাণ করা হবে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ স্বাক্ষর

২৮ জুন ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম-এর সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর সাথে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২১ জুন ২০২১ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর এঁর সাথে রংপুর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরিত ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রামের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সকল লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার রংপুর এঁর ধরলা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ পরিদর্শন

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জনাব মোঃ জাকির হোসেন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর সন্নিকটে নির্মিতব্য গৃহ নির্মাণের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ের পাশাপাশি তাদেরকে আয়বর্ধক কার্যক্রমে যুক্ত করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারীর বিস্তার রোধকল্পে উপস্থিত সকলের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

২০ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৮.২৫ একর জমির উপর নির্মিতব্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৯০ টি গৃহ সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে শুভ উদ্বোধন করা হয়।

মহামারী করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ০৮ জুন ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেলা কমিটি এবং বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাস্ক বিতরণ করা হয়। এসময় জেলা প্রশাসন থেকে লকডাউন কঠোরভাবে প্রতিপালন এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে জনসাধারণকে আহবান জানানো হয়। উক্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুজাউদ্দৌলা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ রুহুল আমিন, পৌর মেয়র কাজিউল ইসলামসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা বণিক সমিতি, হাট-বাজার কমিটি, মোটর মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন, হোটেল মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন, কুলি শ্রমিক, মসজিদ কমিটির প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, গণমাধ্যম কর্মীসহ সবার একান্ত সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়নে সেমিনার

২৯ জুন ২০২১ তারিখে 'মুজিববর্ষের আহবান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান' প্রতিপাদ্যে কুড়িগ্রামে নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) হলরুমে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে কুড়িগ্রামের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম। কারিগরি শিক্ষার প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার আহবান জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অভিভাবকেরা ব্যস্ত। তবে দিন পাল্টেছে। এখন শুধু শিক্ষিত হলেই চলবে না, কর্মক্ষেত্রে সফলতা পেতে শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়ে অনেকে বেকার ও দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এসব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের পর বিদেশে যাওয়ার পরামর্শ দেন বক্তারা। এ সময় প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম আরো বলেন, পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে বিদেশ যেতে বিদেশগামীদের প্রতি আহবান জানান তিনি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান (২য় পর্যায়) উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রেস ব্রিফিং

মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর অধীন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে ১৮ জুন শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট আহসান হাবীব নীলু, সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান বিপ্লব, সিনিয়র সাংবাদিক মোঃ শাহাবুদ্দিন, সফি খান, ছানালাল বকসী, শ্যামল ভৌমিক, হুমায়ুন কবির সূর্য প্রমুখ। জেলা প্রশাসক জানান, "কুড়িগ্রাম জেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ১হাজার ৭০টি গৃহ নির্মাণ হয়েছে। ২০ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মিটিং-র মাধ্যমে গৃহনির্মান কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন।" এসময় তিনি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিলুফা ইয়াছমিনসহ উপকারভোগী এবং জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন। ২০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এসব গৃহ নির্মাণের কাজের প্রায় শতভাগ শেষ হয়েছে। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় শতাধিক, নাগেশ্বরীতে ১০টি, ভূরুঙ্গামারীতে ৫১টি, ফুলবাড়ীতে ১০৫টি, রাজারহাটে ৮০টি, উলিপুরে ১৫০টি, চিলমারীতে ৩০০টি, রৌমারীতে ২০১টি এবং চর রাজিবপুরে ৭৩টি ঘর ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এজন্য তাদেরকে জমি দলিল করে দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১ম পর্বের ১৫৬৯টি গৃহ নির্মাণপূর্বক ভূমিহীন ও গৃহহীন উপকারভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন কুড়িগ্রাম জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রাম জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ২৩ মে ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কুড়িগ্রাম থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫৭৭০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলাবিশিষ্ট কুড়িগ্রাম জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের নিচতলায় গুদাম, গ্যারেজ, গার্ডরুম, দ্বিতীয় তলায় আইসিটি কক্ষ, অফিস কক্ষ, সম্মেলনকক্ষ আর তৃতীয় তলায় রেস্ট হাউজ, ডাইনিং রুম রয়েছে বলে জানান জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা। প্রসঙ্গত, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশে ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের মধ্যে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৫টি মুজিব কিল্লা রয়েছে। এছাড়া আরও ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিফলকও এ অনুষ্ঠানে উন্মোচন করেন তিনি। ভবনের ছাদে ১৫০০ ওয়াটের সোলার সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী গ্রীডে সংযুক্ত এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সক্ষম। জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের নিচতলায় গুদামের ধারণ ক্ষমতা ১০০ মে. টন।

মহামারী কোভিড-১৯ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ

০১ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৩৪০ জন রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ও রবিদাস সম্প্রদায়ের মাঝে খাদ্য সামগ্রী (১০ কেজি চাল, ১ কেজি মসুর ডাল, ১ লিটার তেল, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি চিড়া ও ১ প্যাকেট নুডলস) বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মহামারী কোভিড-১৯ ও প্রকৃতিক দুর্যোগ বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে উক্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ উপজেলা পর্যায়ে উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এছাড়াও কুড়িগ্রামের তিনটি পৌরসভায় মেয়রগণের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

০৫ মে ২০২১ তারিখে কুড়িগ্রামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৭০০ জন পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী (১০ কেজি চাল, ১ কেজি মসুর ডাল, ১ লিটার তেল, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি চিড়া ও ১ প্যাকেট নুডলস) বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় পরিবহন শ্রমিকদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুড়িগ্রাম পৌরসভার মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, প্রেসক্লাবের সভাপতি, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার

(প্রথম পাতার পর)

এর মধ্যে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় ১০০ টি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া গেলে সদর উপজেলার পাঁচগাছী ইউনিয়নের উত্তর নওয়াবশ গ্রামের আরাজী ভোগডাঙ্গা মৌজায় আর এস ১ নং খতিয়ানের ১০৮৫ দাগের ১১৯ একর জমির মধ্যে ৮.২৬ একর জমি দখল করে ৮৯ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। 'ক' শ্রেনির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অনুমোদিত প্রাক্কলন ও ডিজাইন মোতাবেক গুনগত মান বজায় রেখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৯টি পরিবার তাদের পরিজন নিয়ে ঘরগুলোতে বসবাস করছেন। এই স্থানটি পূর্ব থেকেই এলাকার জনসাধারণের নিকট ধরলা আবাসন নামে পরিচিত। এখানে দুটি পুকুর রয়েছে যার পরিমাণ ২.৬৩ একর, ১.৮ একর আয়তনের একটি মাঠ রয়েছে। এটি কুড়িগ্রাম শহর হতে ৪.৫ কি.মি. উত্তর পূর্ব দিকে এবং ধরলা সেতু হতে মাত্র ১.৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এই আশ্রয়নের এক পাশ দিয়ে কুড়িগ্রাম-ভূরুঙ্গামারী মহাসড়ক ও অন্যপাশ দিয়ে কুড়িগ্রাম যাত্রাপুর সড়ক অতিক্রম করেছে যা এই আশ্রয়ন প্রকল্প থেকে ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত। ধরলা আশ্রয়নের ২০০ মিটারের মধ্যে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মসজিদ এবং ১ কি.মি এর মধ্যে শুলকুর বাজার রয়েছে। পৌরসভা/শহর থেকে আশ্রয়ন প্রকল্পটির দূরত্ব কম হওয়ায় উপকারভোগী সহজে কর্মসংস্থানের জন্য শহরে আসতে পারবে এবং এখান থেকে অন্যান্য ইউনিয়নেরও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল রয়েছে।

প্রকল্পের স্থানে সরকারি খাস জমিতে খেলার মাঠ, কবরস্থান, কমিউনিটি ক্লিনিক, মাল্টিপারপাস হলরুম কাম ট্রেনিং সেন্টারের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প স্থানে দুটি দৃষ্টিনন্দন খাস পুকুর রয়েছে যার সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ঘাটলা নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে পুকুর পাড়ে বসার জন্য বেঞ্চ এবং পুকুরের পাড় প্রটেকশনের জন্য প্যালাসাইডিং এর কাজ চলমান রয়েছে। উপকারভোগীদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তাদের বাড়তি আয়ের উদ্দেশ্য মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। পুকুরের চারপাশে আশ্রয়নের বিভিন্ন প্রজাতির ৫০০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়েছে। উপকারভোগীদের সুপেয় পানির জন্য ১৪টি নলকুপ স্থাপনসহ প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। ৮৯টি পরিবারের প্রায় ৫০০জন মানুষের জন্য একটি আধুনিক জীবনযাপনের জন্য একটি আবাসিক এলাকা তৈরী হয়েছে, যেখানে মানুষ শহরের সকল নাগরিক সুবিধা পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত "আমার গ্রাম, আমার শহর" এর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন ২০২১ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরগুলো হস্তান্তর করেন। উপকারভোগীরা ২শতক জমিসহ ঘর উপহার পান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। এই প্রকল্পের সারাদেশে মোট ৪৬৩ টি উপজেলার মধ্য হতে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি যুক্ত হয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন, যা কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পাঁচগাছী ইউনিয়নবাসীর কাছে দিনটি চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের এই মহৎ প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে "অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের শেখ হাসিনার মডেল"। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে মৌলিক চাহিদা পূরণ, আমার গ্রাম, আমার শহর, জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য এবং এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন ২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে একযোগে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহ হস্তান্তরের সময় কুড়িগ্রাম জেলার ০৮টি উপজেলা প্রান্তে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে উপকারভোগীদের মাঝে গৃহের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করা হয়। ফুলবাড়ী উপজেলায় ১০৫ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২শতক খাস জমিসহ নির্মিত গৃহ হস্তান্তর করা হয়।

২য় পর্যায়ে চিলমারী উপজেলায় ৩০০টি, রৌমারী উপজেলায় ২০১টি, এবং চর রাজিবপুর উপজেলায় ৭৩টি ভূমিহীন ও গৃহ হীন পরিবারকে গৃহের চাবি ও ০২ শতক জমির মালিকানার দলিল হস্তান্তর করা হয়। রাজারহাট উপজেলা ৮০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গৃহের চাবি ও ০২ শতক জমির মালিকানার দলিল হস্তান্তর করা হয়। ২য় পর্যায়ে কুড়িগ্রাম জেলায় ৩০ একর খাস জমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার করা হয় যা ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ কজে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১ম পর্যায়ে কুড়িগ্রাম জেলায় ১৫৬৯টি গৃহ নির্মাণ পূর্বক ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং ৩৪ একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছিল।

সোনাহাট স্থলবন্দরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা

কুড়িগ্রাম রংপুর বিভাগের একটি সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় করোনার ভারতীয় ধরণ কুড়িগ্রামের ২টি স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশের আশংকা রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ০৩ জুন ২০২১ তারিখে ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দরে জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম করোনা ভাইরাসের ভারতীয় ধরণের প্রবেশ প্রতিরোধে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপজেলা কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন, কুড়িগ্রাম, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। এ সময় জেলা প্রশাসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হোম আইসোলেশন নিশ্চিতকরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারসহ বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিষয়টি তদারকি করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে আগত ভারতীয় ট্রাক চালক ও হেলপারগণ যাতে বাংলাদেশের মানুষের সাথে মেলামেশা না করতে পারে সেজন্য স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সচেতন করেন। মতবিনিময় সভা শেষে বলদিয়া ইউনিয়নে সন্তান হারা তিনটি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এছাড়াও বলদিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন ও বলদিয়া হাটের অবৈধ স্থাপনা অপসারণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

পরবর্তীতে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর বলদিয়া ইউনিয়নে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া তিন শিশুর পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাড়ি-সংলগ্ন ছড়ায় গোসল করতে গিয়ে শেফালী আক্তার (৫), জেসমিন খাতুন (৪) ও সাদিয়া জাহান (৫) পানিতে ডুবে মারা যায়। এর প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিবারগুলোকে সান্ত্বনা দেন এবং অভিভাবকদের প্রত্যেককে ১৫ হাজার করে টাকা প্রদান করেন।

কুড়িগ্রামে সমলয় চাষ পদ্ধতি : কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বাম্পার ফলন

২৮ মে ২০২১ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেছবাহুল ইসলাম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় সমলয়ে চাষাবাদকৃত প্রযুক্তি প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। শিল্পায়নের কারনে কৃষি শ্রমিকের সংকট প্রতিনিয়ত বাড়ায় কৃষির যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে বাম্পার ফলন সম্ভব হয়েছে। এজন্য বর্তমান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থার পাশাপাশি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে প্রযুক্তি প্রদর্শনী কার্যক্রম চালু করেছে। ফসল রোপন থেকে শুরু করে ফসল কর্তন পর্যন্ত যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য সমলয় চাষাবাদ পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। সমলয়ে চাষাবাদকৃত বোরো ধানের নমুনা শস্য কর্তন, রাইস ট্রান্সপ্লান্ট যন্ত্রের মাধ্যমে আউশ ধানের চারা রোপন ও মাঠ দিবসে আয়োজিত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মেসবাহুল ইসলাম। উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের বেষ্টদেব গ্রামে ৫০ একর জমিতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সিনিয়র সচিব মেসবহুল ইসলাম আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করেন। এসময় তিনি প্রতিটি জমিকে ৪ ফসলি করাসহ প্রতিখন্ড জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পরবর্তীতে বেলা ১১টায় দাসিয়ারছড়ার D-SET সেন্টারে সুপারী বাগানে চুইঝাল, পান, আলু ও গোল মরিচ গাছের চারা রোপন করেন। এছাড়া D-SET সেন্টারের মাঠে আয়োজিত কৃষক সমাবেশে অধুনা বিলুপ্ত ছিটমহলে কৃষির উন্নতির বিষয়ে কৃষকদের দ্বারা স্থাপিত বুথ পরিদর্শন করেন এবং কৃষি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বিকেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুড়িগ্রাম এর ক্যাম্পাসে অ্যাভোকাডো ও ম্যাঙ্গোষ্টিন গাছের চারা রোপন করেন এবং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ এর বীজতলা, মিষ্টি আলুর জার্ম প্লাজম, বারি উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন সিম, বারি বরবটি এবং অফিস সংলগ্ন পুষ্টি বাগান পরিদর্শন করেন।

"ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২১" জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম

"বদলে যাচ্ছে দিনকাল ভূমি অফিস ডিজিটাল"

'বদলে যাচ্ছে দিনকাল, ভূমি অফিস ডিজিটাল' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম কর্তৃক 'ভূমি সেবা সপ্তাহ-২০২১' এর শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম। ০৬-১০ জুন এক সপ্তাহ ব্যাপী এই আয়োজনে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে ২ নং রেজিস্টারে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম অফিস প্রাঙ্গনে দৃশ্যমান স্থানে সচেতনতামূলক প্লাকার্ড/ব্যানার/পোস্টার স্থাপনসহ অফিস প্রাঙ্গনকে সুসজ্জিত করা হয়। এছাড়াও শহরের প্রাণকেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও সচেতনতামূলক প্লাকার্ড/ব্যানার/পোস্টার স্থাপন করা হয়। এ কার্যালয়ের ই-সেবা কেন্দ্রে আগত বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়। একটি ট্রাক প্লাকার্ড/ ব্যানার/পোস্টার এর মাধ্যমে সুসজ্জিত করে প্রতিটি ইউনিয়নের হাট বাজার, জনসমাগম হয় এরূপ স্থানে মাইকিং করা হয়। ভূমি মালিকগণের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর তথা অন্যান্য সরকারি পাওনা পরিশোধের গুরুত্ব ও তাগিদ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা ভূমি অফিস, পৌর ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস প্রাঙ্গন এবং জনসমাগম হয় এরূপ গ্রাম পর্যায়ে দৃশ্যমান স্থানে সেবাপ্রার্থীদের সহযোগীতার জন্য অস্থায়ীভাবে তথ্যকেন্দ্র কাম সেবা-ডেস্ক স্থাপন করা হয়। ভূমি অফিসে আগত জনগণের প্রত্যাশা, ভূমি সেবা সপ্তাহকে প্রাণবন্ত ও সফল করার নিমিত্ত উদ্ভূত সমস্যা ও তা নিরসনের লক্ষ্যে অধিকাংশ সেবা গ্রহীতাদের মতামত/প্রস্তাবনা ও অন্যান্য করণীয় বিষয়ের আলোকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে আমলে নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অস্থায়ী সেবা ক্যাম্পে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে ২ নং রেজিস্টারে ডাটা এন্ট্রির নিমিত্ত রেজিস্ট্রেশন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসে, সহজে, স্বল্প সময়ে নির্ধারিত ফিতে ভূমি সেবা পাওয়ার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ আগত সেবা প্রত্যাশীদেরকে অবহিতকরণসহ স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করেন। এছাড়াও সেবা ক্যাম্প থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ই-নামজারির ধারাবাহিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন, অনুসরণীয় বার্তা, প্রদান ছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণ এবং খাস জমি বন্দোবস্ত, রিভিউ মোকদ্দমা ও বিবিধ মোকদ্দমার আবেদন গ্রহণ করা হয়। ভূমি সেবা ও অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত টিভিসি স্থানীয় ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে সম্প্রচার করা হয়।

অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান সংক্রান্ত

সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি সেবা গ্রহীতাদেরকে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও সহজসেবা প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (Land Development Tax Management System) তৈরী করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী হোল্ডিং এর তথ্য শতভাগ এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হোল্ডিং রেজিস্ট্রেশনঃ (৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে)

স্ব-প্রণোদিত হয়ে একজন নাগরিক প্রথমেই নিম্নের যেকোন একটি উপায়ে Land Development Tax সিস্টেমে জমির মালিকানা সংক্রান্ত সকল তথ্য দিয়ে হোল্ডিং রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারবে,

১) অনলাইন পোর্টাল www.land.gov.bd অথবা www.ldtax.gov.bd এ ঢুকে NID ও মোবাইল ফোন নম্বর এবং জন্ম তারিখ এন্ট্রি করার মাধ্যমে;
২) কল সেন্টার নম্বর ১৬১২২ অথবা ৩৩৩ এ ফোন করে NID নম্বর, জন্ম তারিখ এবং জমির তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে;
৩) NID ব্যবহার করে যেকোন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যর্থ হলে, রেজিস্ট্রেশন বিহীন কোন জমির মালিক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নিম্ন লিখিত কাগজপত্র সহ উপস্থিত হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ঐ জমির মালিকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে হোল্ডিং সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যঃ

১। রেকর্ডীয় মালিকের খতিয়ানের কপি
২। পূর্ববর্তী দাখিলার কপি
৩। মালিকানা সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৪। পাসপোর্ট সাইজের ছবি
৫। জাতীয় পরিচয়পত্র
৬। মোবাইল নম্বর

জমির খাজনা পরিশোধঃ (রেজিস্ট্রেশন এর পর জুলাই/২০২১ থেকে পরিশোধ করা যাবে)

নাগরিক স্ব-উদ্যোগে/ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার/কল সেন্টার অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পর- Payment Gateway সোনালী সেবা/উপায়/ইউ-পে/একপে/ই-চালান এর মাধ্যমে অনলাইনে খাজনা পরিশোধের পর QR Code সম্বলিত Automated দাখিলা Generate হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারির মাধ্যমে এই ডিজিটাল দাখিলা সর্বত্র গ্রহণযোগ্য এবং অনলাইনে যাচাইযোগ্য হবে।

খতিয়ানের আবেদন এখন অনলাইনে

খতিয়ানের আবেদন অনলাইনে কিভাবে করবেন?

ধাপ ১ : ইপর্চা ওয়েবসাইটে প্রবেশ
প্রথমে যে কোন ব্রাউজার থেকে http://eporcha.gov.bd/ এই লিংক টি ব্রাউজ করতে হবে।

ধাপ ২ : আবেদন প্রক্রিয়া
খতিয়ান অপশনে ক্লিক করতে হবে।
ক্লিক করার পর নতুন একটি পেইজ আসবে।
নতুন পেইজে বিভাগ, জেলা, উপজেলার নাম, খতিয়ান নম্বর খতিয়ানের ধরন ও ক্যাপচা কোড লিখে অনুসন্ধান করতে হবে।
এরপর নির্বাচন করা খতিয়ান দেখা যাবে।
এখান থেকে "আবেদন করুন" এ ক্লিক করতে হবে।
এরপর প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যেমনঃ নাম, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ডেলিভারির মাধ্যম অফিস কাউন্টার ইত্যাদি নির্বাচন করে পরবর্তী ধাপ (পেমেন্ট) বাটনে ক্লিক করতে হবে

ধাপ ৩: পেমেন্ট
পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করলে পেমেন্ট পেইজ চলে আসবে। এখান থেকে বিকাশ, রকেট বা অন্য যে কোন মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে, যে কোন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করা যাবে। পেমেন্ট সম্পন্ন করার পর একটা আবেদন আইডি দেয়া হবে যে টি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।
যা পরবর্তী সময়ে প্রদর্শন করে অফিস কাউন্টার খতিয়ান সংগ্রহ করা যাবে।

জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম

ত্রৈমাসিক
কুড়িগ্রাম জনসেবা বার্তা

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ অনুর্ধ্ব-১৭ ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর ফাইনাল অনুষ্ঠিত

১০ জুন ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব অনুর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুনার্মেন্ট এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা স্টেডিয়াম মাঠে খেলার সমাপনী দিনে এ টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এবং সভাপতি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার সৈয়দা জান্নাত আরা, মেয়র কাজিউল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সাঈদ হাসান লোবান, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাব সভাপতি অ্যাডঃ আহসান হাবীব নীলু প্রমুখ।

জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের যৌথ আয়োজনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় টুনার্মেন্টে জেলার ৯ উপজেলাসহ কুড়িগ্রাম পৌরসভার বালক-বালিকার ২০টি দল অংশ গ্রহণ করে। সমাপনী ম্যাচে বালিকা টুর্নামেন্টে ভূরুঙ্গামারী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন ও চিলমারী রানার্স-আপ এবং ছেলেদের টুর্নামেন্টে ফুলবাড়ী চ্যাম্পিয়ন ও চিলমারী রানার্স-আপ হয়।

ফুলবাড়ী ও চিলমারীতে নতুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সুমন দাস
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী
যোগদান- ২৫ এপ্রিল ২০২১

মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী
যোগদান- ২৫ মে ২০২১

কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত হতে যাচ্ছে বিশ্রামাগার

০৬ জুন ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসনের পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কয়েদীদের সাথে দেখা করতে আসা স্বজনদের ও দর্শনার্থীদের জন্য বিশ্রামাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। জেলা কারাগারে কয়েদীদের পরিবারের লোকজন, দর্শনার্থী এবং আসামীদের জামিন বা মুক্তিনামা মূলে কারাগার থেকে মুক্তির দিন আসামীর আত্মীয়স্বজন যারা তাদের নিতে আসেন, তারা কারাগারের সামনে এবং রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আদালত থেকে মুক্তি পরোয়ানা আসা ও কারাগার কর্তৃক গ্রহণের পর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও বিভিন্ন পদ্ধতিগত নিয়মকানুন থাকায় সেগুলো অনুসরণ করার জন্য অনেকটা সময়ের প্রয়োজন হয়। ওই সময়ে অপেক্ষারত বৃদ্ধ, মাঝবয়সী মহিলা ও শিশুসহ অনেককেই গ্রীষ্মের প্রখর রোদে এবং বৃষ্টির সময় কারাগারের মূল ফটকের সামনে ও রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সময় অতিবাহিত করতে হয়। এমতাবস্থায় বিশ্রামাগারটি নির্মিত হলে কয়েদীদের পরিবারের লোকজনের দুর্ভোগ লাঘবে সহায়ক হবে। এছাড়াও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের ব্যবস্থা থাকবে।

মানবিক সহায়তা পেয়েছে পৌনে ৫ লাখ পরিবার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ মহামারী করোনার কারণে কুড়িগ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ, দুস্থ, অসহায় এবং কর্মহীন ৪ লাখ ৭৫ হাজার ৫২৫টি পরিবারকে মানবিক সহায়তা হিসেবে ২১ কোটি ১৬ লাখ ৩৬ হাজার ২৫০ টাকা নগদ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর উপজেলা ও পৌরসভায় উপবরাদ্দ বিভাজন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে সহায়তার অর্থ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। চলতি অর্থবছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় জেলার ৯ উপজেলার ৭৩টি ইউনিয়নের ৪ লাখ ১৬ হাজার ২০২টি পরিবার এবং কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরী ও উলিপুর এই ৩ পৌরসভার ১২ হাজার ৩২৩ পরিবার মোট ৪ লাখ ২৮ হাজার ৫২৫ পরিবারকে ৪৫০ টাকা করে ১৯ কোটি ২৮ লাখ ৩৬ হাজার ২৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৩৩ এর মাধ্যমে যোগাযোগকারী এবং জেলা প্রশাসনের 'মানবিক সহায়তা সার্ভিস' এর মাধ্যমে মহামারী কোভিড-১৯ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে এবং যারা সংকোচ বোধ করে এমন পরিবারকে স্বল্পতম সময়ে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে।